পেনেটি কতদূর

সব্যসাচী সরকার

১৯৭৯ সাল। বছর খানেক আগে I.I.T তে জয়েন করেছি। ৩৭৩ নম্বরের বাড়ীতে তখনও পর্যন্ত একটিও কাঠের আসবাবপত্র আসেনি। মাদুর পেতে শোওয়া, খাওয়া এবং তথাকথিত drawingroom-এ শতরঞ্জিই সোফা চেয়ার ইত্যাদির প্রক্সি দিচ্ছিল। নতুন মাষ্টারমশাইদের নিয়ে ছেলেদের আগ্রহ একটু বেশীই থাকে তাই তারা তখন প্রায়ই বাড়ীতে আসতো ছুটির দিনে, আড্ডা দিতে। আগষ্ট মাসের শেষ দিকে এমনই এক দিনে M.Sc-এর দ্বিতীয় বর্ষের দুই ছাত্র প্রথম বর্ষের এক আনকোরা নতুন ছাত্রকে বাড়ীতে নিয়ে এল। পুরানো দুজনের নাম আর বললাম না। তারা বহাল তবিয়তে স্বাধীন ভারতের তক্ষশীলা সম খ্যাতিপ্রাপ্ত ‘মঠে’ বিজ্ঞানসাধনা করে যাচ্ছে। এই গল্পের নায়ক এই নতুন ছেলেটি, নাম তার শিবশংকর ভট্টাচার্য্য। শিবশংকর বা শিবেন বা শিবু প্রথম আলাপে চা বা কফি পর্যন্ত খেতে রাজি হল না। ও স্কুল থেকেই নরেন্দ্রপুরে পড়াশোনা করে এসেছে, যথেষ্ট মেধাবী ও ভাটপাড়ার স্বাত্ত্বিক পরিবেশের পুরোহিত বংশের ছেলে। সদ্য মিশন ছেড়ে আসা R.K.Mission-এর ছেলেদের প্রারম্ভিক ব্যবহার সর্ম্পকে কিছুটা অভিজ্ঞতা তাকার সুবাদে ওকে এক গ্লাস দুধ খেতে অনুরোধ করলাম। দুধ খেতে শিবু এককথাতে রাজি হল। এরপর জানা গেল যে শিবু এখানে থাকতে রাজি নয়। সে কলকাতায় ফিরে যাবে এবং অগ্রিম তুফান এক্সপ্রসের টিকিটও কেটে নিয়েছে। এক বছরের সিনিয়র দাদারা ওকে বোঝাতে না পেরে আমার কাছে councelling-এর জন্য নিয়ে এসেছে। এবারে মাছ দিয়ে শুরু করলাম। বললাম, ‘‘শিবেন, তোমার যদি লাওকি বা ভিন্ডীর সব্জী খেতে খারাপ লাগছে তবে

আমাদের বাড়ীতে এসে যখন খুশী এসে মাছ খেয়ে যেতে পারো। মাথা নিচু করে থেকে ও জানাল যে যদিও নরেন্দ্রপুরে দুবেলা মাছ মাংস দিত, কিন্তু সেটা তার ১০ বছরের অভ্যাস হলেও নেশার পর্যায়ে পড়েনি। বরং I.I.Tতে এই সব রান্নার স্বাদগুলোর সাথে মাত্র মাসখানেকের পরিচিতি, তার ভালোই লাগছে। ভাবলাম এভাবে হবে না, অন্যপথ ধরলাম - বললাম, আনন্দবাজার পত্রিকা পড়তে পাচ্ছোনা, তাই বোধহয় সব বিস্বাদ লাগছে। জবাবে সে বলল যে খবর টবর সে খুব একটা পড়ে না। বেশ রাগ হল এবার, মনে হল জিজ্ঞাসা করি যে ভোর রাতে উঠে ভজন করার চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে কি খুব খারাপ লাগছে! কিন্তু সে উপায় নেই, বোঝাতে হবে। যাই হোক অনেক কথা বলার পর, এমনকি কানপুরের গ্রীন পার্কে ক্রিকেটের টিকিট পাওয়াটা কোন সমস্যাই নয়, যেখানে ইডেনে টিকিট পেতে গেলে রীতিমত তপস্যা করতে হয়। এইসব বলাতে অবশেষে শিবেন শুধু বললে যে কাল রেলের টিকিটটা সে ফেরত দিয়ে দেবে। তবে আরও দু-সপ্তাহ থাকার পর মনস্থির করবে যে এখানে থাকবে না রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে ফিরে যাবে। এরপর ওরা চলে গেল। আমি শিবেনের উপর বিশেষ ভাবে নজর রাখলাম। সব থেকে মুশকিল হল ল্যাবরেটরী তে ওর পার্টনার নিয়ে। মেয়েটির নাম N. Bengadasan. মাদ্রাজ থেকে এসেছে। দুজনের নামই ‘ব’ দিয়ে, তাই পাশাপাশি রোলনাম্বার। সপ্রতিভ তামিল মেয়েটি খুবই আধুনিক এবং শোনা গেল যে আমাদের শ্রদ্ধেয় সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দূর সম্পর্কীয় নাতনী। I.I.T-র তামিল মহলে ওর বেশ খ্যাতি। সবাই মেয়েটিকে নেমতন্ন করে খাওয়ায়। এসব আমি আমার সহকর্মী চন্দ্রশেখরনের কাছ থেকে শুনেছিলাম। এই মেয়েটির সাথে কথা বলতে গেলেই শিবেন তোতলাতো আর মাথা নিচু করে নিত। মাত্র দিন দশেক যাবার পর একদিন শিবেন আমায় বলল যে সে ঠিক করেছে I.I.Tতেই পড়বে। পরের দিন lab cours-এ

গিয়ে দেখি মিস বেঙ্গদশন অনুপস্থিত। দুদিন পরে চন্দ্রশেখর জানাল যে মেয়েটি Cembridge-এ পড়তে চলে গেছে। ঘটনাটা করবীকে(আমার স্ত্রী) কে জানাতে সে হেসে বলল, এটাই তো মিশনের ছেলেদের একটা দোষ, মেয়েদের সাথে সোজা হয়ে কথা বলতে শেখে না। যাই হোক, শিবেন ভালোভাবেই পাশ করে আমেরিকায় Ph.D করতে চলে গেল। কয়েক বছর পর জানলাম যে শিবেন একদম আমেরিকান হয়ে গেছে। জল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে ও বিয়ার, কফি বা ওয়াইন-ই সাধারণত পান করে থাকে। আরও শুনলাম যে সে একজন আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে করেছে। এইসব খবর শুনে একগ্লাস দুধ দিয়ে শুরু করে শিবেনের আনেক উন্নতি হয়েছে ভেবে আমি খুশীই হলাম।১৯৮৮ - ৮৯ সালে একবার আমেরিকাতে সাবাত প্রক্রিয়ায় advantage নিয়ে বেড়াতে গেলাম। আসল উদ্দেশ্য আমার মেয়েটা হিন্দী, পাঞ্জাবী অনর্গল বলতে আরম্ভ করেছে, সেটা যদি ইংরাজীতেও extend করে তবে অবশ্যই লাভদায়ক।

সেই সময় শিবেনের সম্বন্ধে হতাশাজনক খবর পেলাম। শিবেনের আমেরিকান বউ বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে ও অন্য university তে কাজ করছে। আমি MIT তে conference-এর আগে SUNY Albany তে পোঁছালাম। আমার অন্য এক ছাত্র ইন্দ্রজিত ও তার গুজরাতি স্ত্রী Nuta আমার host। রাত্রে তারা ডিনারে কয়েকজনকে নিমন্তন্ন করেছিল। এদের মধ্যে এক শান্ত আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। জানলাম যে এই মেয়েটিই শিবেনের divorced স্ত্রী। প্রারম্ভিক আলাপে মেয়েটিকে বেশ ভাল লাগল। ভারতীয় দর্শন ও সভ্যতা সম্পর্কে অনেক জানে এবং বেশ সংযত ব্যবহারে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম যে এত শিবেনের জন্য যেন

Coustom made আমেরিকান বউ, তবে ছাড়াছাড়িটা কি কোন হঠকারিতার জন্য! আমরা সপ্তাহখানেক Albany তে ছিলাম। একদিন এলিজাবেথ (শিবেনের প্রাক্তন আমেরিকান বউ) আমাদের নিমন্তন্ন করাতে কারণটা জানতে পারলাম। ওরা যখন MIT তে post doc করছিল তখন শিবেন একটি হাভার্ডে পড়া ভারতীয় মেয়ের পাল্লায় পড়ে এবং বাড়ীতে আসার আগ্রহ কমতে থাকে। শেষে একটা faculty position জুটিয়ে নিয়ে সে হাভার্ড চলে যায়। সম্পর্ক তিক্ত হয়ে গেলে শেষ অবধি separation ও অবশেষে divorce. এলিজাবেথের জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাঙালী ছেলেরা সাধারণত বিবাহিত বঙ্গললনাদের ত্যাগ করে মেমসাহেবে আসক্ত হয় এমনটা শুনেছি, তবে এই প্রথম শুনলাম উল্টো ঘটনা।

আমার কিছুই করার ছিলনা এবং এরকম অবস্থায় স্বান্তনার ভাষাটাও আমার জানা নেই, তাই Albany-এর পাট চুকিয়ে MIT তে conference-এর জন্য পোঁছালাম। এখানেও শান্তনু নামে একটি ছেলের কাছে উঠলাম। প্রথম দিনেই শিবেন আমাকে ধরে ফেলল। আমি তার কাছে না উঠে শান্তনুর কাছে ওঠায় সে অত্যন্ত ব্যথিত। আমি তাকে কথা দিলাম যে একবার যখন শান্তনুর কাছে উঠেছি তখন প্রথম তিনদিন যাক, পরের দুদিন ও শনিবারটা শিবেনের ওখানে কাটাব। এই প্রস্তাবে শিবেন রাজি হল এবং রোজ আমাকে MIT তে conference-এর সময় পোঁছে দেবে তাও বলল। আমি একটু অস্বস্তিতে থাকলাম যে কোন ভারতীয় মহিলাকে আবার শিবেন বিয়ে করেছে। শিবেন শুধু বলল যে সে নেট্রজেন কোম্পানীতে কাজ করে।

তারপরে যা ঘটল সেই চমকের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। শিবেনের গাড়ীতে তা বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলাম। বাড়ীতে বেল দিতে যে দরজা খুলে দিল সে আমাদের I.I.T

তে পড়া বেঙ্গদশন। পরিষ্কার বাংলায় বললে, ‘‘ আসুন স্যার, অবাক লাগছে নিশ্চয়। আগে খাবার খান পরে সব গল্প করব।’’ প্রচুর পরিমাণে মালাইকারী ও সরষে দিয়ে ভাপা বোষ্টনের চিংড়ি মাছ খেয়ে মন ও পেট দুটোই ভরে গেল। পরে আইরিশ কফি খেতে খেতে যা শুনলাম তা অভূতপূর্ব। বেঙ্গদশনার পারিবারিক ইতিহাস ও সেই সঙ্গে শিবুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই প্রকার :

দাদু (রাধাকৃষ্ণন) তখন কলকাতায়। বাড়ীতে মা-বাপ মরা এক বাঙালী মেয়ে কাজ করত, দু-কুলে কেউ ছিলনা, তাই তার বিয়ে ত্রিচিতে এক মাদ্রাজীর সঙ্গে ঠিক হয়। তার মেয়ে এই বেঙ্গদশন। বাবা অনাথ ও উদার ছিলেন এবং এক বাঙালী মিশনারীর কাছে মানুষ হন। তাই নিজের পদবী ইচ্ছামত নিয়েছিলেন ‘বঙ্গদর্শন’, তামিল অপভংশে তাই হয়ে দাঁড়য় বেঙ্গদশন। বাবা ও মা মেয়ের নাম দিয়েছিলেন ‘নেথ্যা’। এরূপ নামকরণের কারণ জানা নেই তবে দিদিমার আদি বাড়ী ‘পেনেটি গ্রামে’। আর এদিকে ভাটপাড়ার শিবুদের আদি বাড়ীও পেনেটি গ্রামেই!

প্রণাম জানালাম পরশুরাম কে - তাঁর ভুষুন্ডীর মাঠ আমেরিকার বোষ্টন শহরকেও গ্রাস করেছে!

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ : লেখক ব্যতীত গল্পে বর্ণিত সকল চরিত্র কাল্পনিক।